ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 37 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯৩ ● কলকাতা ● ৩২ আষাঢ়, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৭ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 2

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিন্তু এসব সহজে আমার মেলেনি। আর এক জায়গা থেকেও মেলেনি। এই সব কথা এই বইয়ের মাধ্যমে গুরুশক্তিরা বলতে চাইছেন ।এটা বই নয়, গুরুশক্তিদের "রহস্যময় জ্ঞান", যা বইয়ের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আসছে। এটা ধ্যানের এক বিশেষ স্থিতিতে গিয়েই লেখা সম্ভব হয়েছে। একবার ব্যস্ততার জন্য ধ্যানে ঐ স্থিতি মিলতে পারেনি তখন এই লেখাও বন্ধ হয়ে গেল। "জুনাগড়ে গুরুপূর্ণিমা" সম্পন্ন হল আর তখন ঐ স্থিতি আবার প্রাপ্ত হয়ে গেল আর আবার লেখা শুরু হয়ে গেল। পরে সম্পূর্ণ লেখা গেল এবং আজও লেখা যাচ্ছে। এখন তো কম করে তিন বৎসর একটানা লেখা যেতে পারে। সেইজন্য এটা প্রথমখণ্ড রূপে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই সব আমার প্রবচনেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ এইজন্য আসেনি কারণ বইয়ের মাধ্যমেই আসা বেশী উচিত হবে যাতে আপনারা বার বার পড়তে পারেন, একটু একটু করে পড়তে পারেন। এটা পড়লেই ধ্যান লেগে যায় । একসঙ্গে বেশী পড়াই যায় না। প্রকৃতপক্ষে বইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধ যোগীদের দর্শন হয়। তাঁদের শক্তির উপর সাধকের চিত্ত যায় আর গুরুশক্তিদের প্রসাদ সাধকদের মেলে। "আধ্যাত্মিক

প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনার অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ "প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা" র অনুমোদন দিয়েছে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ থেকে ১০০টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ৬ বছরের জন্য চালু করা হবে। নীতি আয়োগের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা তৈরি করা হয়েছে। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ওপর বিশেষভাবে নজর দিয়ে এই ধরনের প্রকল্প প্রথম চালু করা হবে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলের বৈচিত্র্য, সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ বৃদ্ধি, পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে ফসল কাটার পর তা সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা বাড়ানো, সেচ সুবিধা উন্নত করা এবং দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রদান। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেট ঘোষণা মতো "প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা"-র আওতায় ১০০টি জেলাকে উন্নত করা

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

তিলোত্তমা মামলায় উঠল প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আরজি কর ধর্ষণ ও খুন মামলায় শিয়ালদহ আদালতে ষষ্ঠ স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন করে সাতজন সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। হাসপাতাল ছাড়াও আরজি কর সংলগ্ন রাস্তার সব সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার শিয়ালদহ আদালতে তিলোত্তমা মামলার শুনানি চলছিল।আরজি কর হাসপাতালে ঘটনার আগে ও পরে কে ঢুকছে, কে বেরচ্ছে সব দেখা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিআই। আরও জানানো হয়েছে যে সঞ্জয়ের ডিএনএ-র সঙ্গে সব মিলে গিয়েছে। চারজনের লাই ডিটেকশন টেস্টও করা হয়েছে। সিবিআই-এর স্পষ্ট জবাব, "আমরা নিরপরাধকে কেন গ্রেফতার করব।"

সিবিআই আরও বলছে, সঞ্জয় প্রথম থেকেই সন্দেহের তালিকায় ছিল। কলকাতা পুলিশের তদন্তেও উঠে এসেছিল সেটা। সঞ্জয় ছাড়া অন্য কাউকে অভিযুক্ত হিসেবে পাওয়া যায়নি।আর সেই শুনানিতে ফের একবার সিবিআই-এর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিলোত্তমার পরিবারের আইনজীবী। উঠে আসে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের প্রসঙ্গও।

তিলোত্তমার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি এদিন সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসারের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করবে না বলেও অভিযোগ করতে শোনা যায় পরিবারের আইনজীবীকে। তাঁর যুক্তি, বিনীত গোয়েল এবং সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার সম্পত মিনা একই ব্যাচের অফিসার। তাই সিবিআই বিনীতের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে না।

তিলোত্তমার ধর্ষণ ও খুনে যিনি তদন্তকারী অফিসার রয়েছেন, হাথরাস মামলাতেও তিনি তদন্ত করেছিলেন। সেই মামলায় তিনজন খালাস পেয়ে যায়, এ কথা এদিন মনে করিয়ে দেন আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। এই প্রসঙ্গ তুলেও তদন্তকারী অফিসারের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

পরিবারের তরফে এই অভিযোগ শুনে আদালতে কার্যত বিনীতের হয়ে সওয়াল করতে শোনা যায় সিবিআই-এর আইনজীবীদের। সিবিআই-এর আইনজীবী বলেন, বিনীত গোয়েল বা সিনিয়র অফিসাররা ব্যাচমেট বলেই, তাঁরা ক্রাইমের অংশ- এ কথা বলে দেওয়া যায় না। আপনাদের কথায় কাউকে গ্রেফতার করা হবে না, তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে গ্রেফতার করা হবে। কে কী করছে তা যথেষ্ট ভালভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে, সিবিআই এদিন আরও একবার বলে, "ঘটনাস্থল থেকে শুধু অভিযুক্ত সঞ্জয়ের ডিএনএ-ই পাওয়া গিয়েছিল। অন্য কারও না পাওয়া গেলে আমরা কী করব! আমরা সিসিটিভি ফুটেজ ভালভাবে খতিয়ে দেখেছি, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদও করেছি। আমরা কোনও কিছুতে ভয় পাই না। আমরা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করেছি। আর হাথরাসে যা হয়েছে, তার কোর্টের অর্ডার আছে।"

যাদের ঠাকুরদাদার কবর এই মাটিতে তাদের কোনও বিপদ নেই: শমীক ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপির বিরুদ্ধে NRC লাগু করার চক্রান্ত তুলে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ভারতীয় মুসলিমদের আশ্বস্ত করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে তিনি বললেন, যাদের ঠাকুরদাদার কবর এই মাটিতে তাদের কোনও বিপদ নেই।তবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যে বিজেপি কঠোর অবস্থান বজায় রাখবে তা স্পষ্ট করেছেন শমীকবাবু। তিনি বলেন, 'যারা বেআইনিভাবে এখানে আসছেন। ওদিকে হিন্দু পেটাবেন, হিন্দু মন্দিরে আগুন লাগাবেন, আবার ভারতবর্ষে এসে CAA - NRC ছিঃ ছিঃ বলে ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেবেন, এসব চলবে না। এদিন শেষ।'

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীকবাবু বলেন, 'বিচ্ছিন্ন ভাবে কারও কাছে কে নথি পাঠাচ্ছে, কেন নথি পাঠাচ্ছে আমার জানা নেই। কোনও হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। কোনও ভারতীয় মুসলমানকেও উচ্ছেদ করতে পারবেন না। যে মুসলমানরা এই দেশটাকে নিজের দেশ মনে করেন, মাটিকে নিজের মাটি মনে করেন, যাদের ঠাকুরদাদার কবর এই মাটিতে তাদের কোনও বিপদ নেই। তাদের কোনও সরকার সরাবে না।'

টেন্ডার

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No. 04/Rampara-I GP/2025-26** With Vide Memo No. - **189/Ram-I/15th CFC (Tied)/2025-26 Dated:- 15-07-2025** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **30-07-2025 up to 11.00 am Hours.** Interested contractors please visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

(১ম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনার অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

হচ্ছে। ১১টি বিভাগের ৩৬টি বিদ্যমান প্রকল্প, অন্যান্য রাজ্য সরকারের প্রকল্প এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

কম উৎপাদনশীলতা, একটি কৃষি জমিতে একটি কৃষিবর্ষে কতবার ফসল চাষ হয়েছে এবং যেখানে কম ঋণ বন্টন করা হয়েছে- এই তিনটি প্রধান সূচকের ভিত্তিতে ১০০টি জেলাকে চিহ্নিত করা হবে। প্রতিটি রাজ্য থেকে কমপক্ষে একটি করে জেলা বেছে নেওয়া হবে।

এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন, কার্যকরী পরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে কমিটি গঠন করা হবে। জেলা ধন ধান্য সমিতি জেলাস্তরে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবে। এর সদস্য হিসেবে থাকবেন প্রগতিশীল কৃষকরা। ফসলের বৈচিত্র্য, জল ও মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা, প্রাকৃতিক ও জৈব চাষের সম্প্রসারণের বিষয়ে জাতীয় লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে জেলার পরিকল্পনাগুলি। প্রতিটি জেলার ধন ধান্য প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতি মাসে একটি ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ১১৭টি মূল কর্মক্ষমতা সূচকের ওপর পর্যবেক্ষণ করা হবে। নীতি আয়োগ জেলা পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্দেশও দেবে। এছাড়াও প্রতিটি জেলার জন্য নিযুক্ত কেন্দ্রীয় নোডাল আধিকারিকরাও নিয়মিতভাবে প্রকল্পটি পর্যালোচনা করবেন।

এই প্রকল্পের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন হবে, স্থানীয়ভাবে জীবিকা নির্বাহ হবে, দেশীয় উৎপাদন বাড়বে এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এই ১০০টি জেলার সূচক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সূচকগুলিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঊর্ধ্বমুখী হবে।

কেন্দ্রীয় আয়ুষ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও জাধব কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে ছাত্রাবাস উদ্বোধন করলেন

কলকাতা, জুলাই ১৬, ২০২৫

কেন্দ্রীয় আয়ুষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও জাধব আজ কলকাতার সল্টলেকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি (এন আই এইচ)-তে স্নাতক ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করলেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার ও পুরুলিয়ার সাংসদ শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী প্রতাপরাও জাধব বলেন, এনআইএইচ মানেই গুণগত শিক্ষা, ছাত্রদের প্রশিক্ষণ এবং হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি। এনআইএইচ-এর বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ সারা দেশ থেকে আসা রোগীদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। প্রতিদিন ৩০০০-এরও বেশি রোগী এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন। তিনি জানান, চলতি বছরের ১০ ডিসেম্বর, এনআইএইচ-এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে একটি মূল্যায়নের পর এটিকে 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এর মর্যাদা দেওয়া হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার সময়সীমার মধ্যে এন আই এইচ-এর পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করছে যাতে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা যায়।

আয়ুষ মন্ত্রক এন আই এইচ-এর সার্বিক বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নতুন ছাত্রাবাস 'বিকশিত ভারত'-এর প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে তিনি মনে করেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, এই প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের জন্য প্রশংসনীয়ভাবে সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে চলেছে। তিনি এন আই এইচ-কে হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি এও বলেন, এনআইএইচ ২০২০-র 'জাতীয় শিক্ষানীতি'- র আন্তঃবিষয়ভিত্তিক শিক্ষার প্রতিরূপ। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এন আই এইচ-এর ছাত্রদের প্রধানমন্ত্রীর 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' রূপায়ণে অবদান রাখার জন্য শুভেচ্ছা জানান।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি (এন আই এইচ) ১৯৭৫-র ১০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষায় উৎকর্ষতা অর্জন, পেশাদারিত্ব ও নৈতিকতায় সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম বা বহুত্ববাদের বাধা অতিক্রম করে সমাজের স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে জ্ঞান ও সেবার মাধ্যমে অবদান রাখা।

এসএমপি, কলকাতা এবং পিএস গ্রুপ একসাথে নিমতলা বিসর্জন ঘাটের পুনর্নির্মাণে হাত মেলাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নদীতীরের পুনর্নির্মাণ এবং নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট, কলকাতা (এসএমপি, কলকাতা) এবং পিএস গ্রুপ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড একটি সমঝোতা পত্র (মৌ) স্বাক্ষর করেছে। এই সমঝোতা অনুসারে, পিএস গ্রুপ তাদের যৌথ সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় নিমতলা নিরঞ্জন ঘাটের পুনর্নির্মাণ, সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ করবে।

এই ঐতিহাসিক সহযোগিতা 'স্বচ্ছতা' উদ্যোগ এবং ভারত সরকারের 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির লক্ষ্যগুলিতে অবদান রাখবে। গঙ্গা নদীর পবিত্রতা রক্ষা এবং তার পুনরুজ্জীবন এর উদ্দেশ্য।

সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসএমপি, কলকাতা-র সদর দপ্তর, স্ট্র্যান্ড রোডে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রথেন্দ্র রমন, চেয়ারম্যান, এসএমপি, কলকাতা; শ্রী সম্রাট রাহি, ভাইস-চেয়ারম্যান, এসএমপি, কলকাতা; পিএস গ্রুপের পরিচালকবৃন্দ — শ্রী সৌরভ দুগড়, শ্রী গৌরব দুগড় এবং শ্রী অরুণ সাঞ্চেতি; বন্দর কর্তৃপক্ষের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

চুক্তির আওতায়, এসএমপি, কলকাতার পূর্ণ সহযোগিতায় পিএস গ্রুপ নিমতলা নিরঞ্জন ঘাটের পুনর্নির্মাণে এবং সৌন্দর্যায়নের কাজের পরিচালনা করবে।

সহযোগিতার বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, শ্রী রথেন্দ্র রমন বলেন, "এই উদ্যোগ আমাদের স্থায়ী নগরোন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশে গতি আনতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এনএলসিআইএল-এর বিনিয়োগ সংক্রান্ত ছাড়ে অনুমোদন দিয়েছে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি এনএলসি ইন্ডিয়া লিমিটেডকে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ ছাড়ের অনুমোদন দিয়েছে। নবরত্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা রয়েছে, তা এনএলসি ইন্ডিয়া লিমিটেডের ক্ষেত্রে খাটবে না। এর সুবাদে এনএলসিআইএল তার সম্পূর্ণ অধীনস্ত সংস্থা এনএলসি ইন্ডিয়া রিনিউয়েবলস লিমিটেডে (এনআইআরএল) ৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে। এর ফলস্বরূপ এনআইআরএল-ও কোনো আগাম অনুমোদন ছাড়াই সরাসরি বিভিন্ন প্রকল্পে অথবা যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দপ্তর (ডিপিই) এই সংস্থাগুলির জন্য নেট সম্পত্তির ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগের যে উর্ধ্বসীমা ধার্য করেছে, তাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এর ফলে, এনএলসিআইএল এবং এনআইআরএল-এর কার্যগত ও আর্থিক নমনীয়তা আরও বাড়বে।

২০৩০ সালের মধ্যে ১০.১১ গিগাওয়াট এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩২ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জনের যে উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্যমাত্রা এনএলসিআইএল নিয়েছে, এই ছাড় সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। COP 26-এ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হয়ে সুস্থিত উন্নয়ন অর্জনের যে অঙ্গীকার ভারত করেছে, আজ মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারত 'পঞ্চামৃত' লক্ষ্যের অঙ্গ হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অজৈব জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের অঙ্গীকার করেছে। এছাড়া ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো-য় পৌঁছনোর বৃহত্তর লক্ষ্য ভারতের রয়েছে।

দেশের প্রথমসারির বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় নবরত্ন মর্যাদা প্রাপক হিসেবে এনএলসিআইএল এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে এনএলসিআইএল তার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

বর্তমানে এনএলসিআইএল ৭টি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পদ পরিচালনা করে, যেগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২ গিগাওয়াট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই অনুমোদনের পর এই সম্পদগুলি এনআইআরএল-কে হস্তান্তরিত করা হবে। এনএলসিআইএল-এর দূষণমুক্ত শক্তি প্রয়াসের প্রধান মঞ্চ হিসেবে এনআইআরএল পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে নতুন সুযোগের সন্ধান চালাচ্ছে, বিভিন্ন নতুন প্রকল্পের নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে এই সংস্থা।

পরিবেশগত প্রভাব ছাড়াও মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এতে বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠী উপকৃত হবে, ত্বরান্বিত হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক বিকাশ।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

ছোঁয়া। মন্দিরের চূড়ায় সর্ব ধর্মের প্রতীক ব্যবহৃত। আছে হিন্দু ধর্মের ত্রিশুল, বৌদ্ধ ধর্মের পাখা, খ্রীষ্ট ধর্মের ক্রুশ এবং ইসলাম ধর্মের চাঁদ-তারা। জনশ্রুতি, এমন ভাবনা স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী। দেবী যে সর্বজনীন।

আদ্যা মা -- মায়ের মধুর নামে রয়েছে শক্তি। সেই শক্তিতেই জীবনের সমস্ত বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রচলিত আছে প্রতিদিন যদি আদ্যাস্তোত্র পাঠ করা যায় তবেই জীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। কঠিন ব্যাধি থেকে জীবনের বাধা বিপত্তি, আর্থিক অনটন থেকে সুখের সময়ের বাধা। সে আর এক অলৌকিক কাহিনী দেবীর এই কথা শুনে অন্নদা এক প্রকার আঁতকে ওঠেন। সে ভাবতে থাকে, পুজোপাঠ না করায় মা রাগ করে চলে যাচ্ছেন। তখন দেবী বলেন, 'আমি শুধু শাস্ত্র বিহিত মতে পুজো পেতে চাই তা নয়। মা খাও, মা পড়ো – এমন সহজ সরল প্রাণের ভাষায় যে ভক্ত নিজের ভোগ্যবস্তু এবং ব্যবহার্য বস্তু আমাকে নিবেদন করেন, সেটাই আমার পুজো। যদি কোনও ভক্ত আমার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রজ্জাককে সেদিন গুলি করে চপার দিয়ে মারে জাকিরই!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রজ্জাক খুনের তদন্ত নেমে আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আরও একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। উত্তর কাশীপুর থানার নাংলা পালপুর এলাকায় একটি মেছোভেড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাঙড়ে খুন হন বিধায়ক শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা রজ্জাক মোল্লা।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম জাকিরুদ্দিন গাজী ওরফে জাকির মোল্লা।তাঁর বাড়ি ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর থানার মাধবপুরের নারায়নপুর এলাকায়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে রজ্জাক খুনের ঘটনায় 'মূল চক্রী' মোফাজ্জেল সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে জাকিরের নাম।

পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েও জাকিরের খোঁজ পাচ্ছিল না। পরে তার মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন দেখে ও আত্মীয়দের জেরা করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ আরও জানতে পারে, ধৃত জাকিরুদ্দিনের আগে ডাকাতির অভিযোগে ধরা পড়ার পর সাত বছর জেল খাটে। তারপরও আরও একবার কলকাতার ট্যাংরা এলাকায় একটি অভিজাত আবাসনে ডাকাতির ঘটনায় সাত বছর জেল খাটে। রজ্জাক খুনের জন্য এই কুখ্যাত ডাকাতকে টাকার বিনিময় ভাড়া করা হয়েছিল। পুলিশি জেরায় ধৃত জানিয়েছে সে রজ্জাক খুনে গুলি করে এবং চপার দিয়ে কোপায়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান যে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালীর বর্তমান মূর্তিরূপ যেমন আছে তেমনই সেখানে দীপান্বিতা কালীপুজোর বর্ণনাও পাওয়া যায়ঃ

"কালী মূর্তির এই কল্পনা কতদিনের?

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতের রন্ধন সম্পর্কীয় ঐতিহ্য তুলে ধরতে পিএইচডিসিসিআই জাতীয় তরুণ শেফ প্রতিযোগিতার সূচনা করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের সহযোগিতায় পিএইচডি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (পিএইচডিসিসিআই) নতুন দিল্লিতে পিএইচডি কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জাতীয় তরুণ শেফ প্রতিযোগিতার (এনওয়াইসিসি) শুরু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল দেশ জুড়ে আতিথিয়তা বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেরা রন্ধন সম্পর্কীয় প্রতিভা অন্বেষণ, পরামর্শদান এবং তা তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রকের মহানির্দেশক এবং অতিরিক্ত সচিব শ্রী সুমন বিল্লা। ভাষণে তিনি ভারতের বিলুপ্তপ্রায় রন্ধন সম্পর্কীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং আঞ্চলিক কৌশলের ওপর গড়ে উঠেছে দেশের রন্ধন সম্পর্কীয় ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যগুলিকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। শ্রী বিল্লা তরুণ রাঁধুনিদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনার ওপর জোর দেন।

ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ কুলিনারি অ্যাসোসিয়েশন (আইএফসিএ) এবং টুরিজ্যম অ্যান্ড হসপিটালিটি স্কিল কাউন্সিল (টিএইচএসসি)-এর সহযোগিতায় এনওয়াইসিসি-র থিম হল, 'ভারতীয় রন্ধন সম্পর্কীয় ঐতিহ্য উদযাপন : উদ্ভাবনের সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন।' দেশ জুড়ে এই বিষয়ে আঞ্চলিক স্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে নতুন দিল্লিতে আইএইচএম পুসা-তে গ্র্যান্ড ফিনালে হবে।

আঞ্চলিক স্তরে প্রতিযোগিতার কর্মসূচি :

উত্তরাঞ্চল : ২০২৫ সালের ৬ আগস্ট এআইএইচএম চণ্ডীগড়

পূর্বাঞ্চল : ২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আইএইচএম কলকাতা

পশ্চিমাঞ্চল : ২০২৫ সালের নভেম্বরে আইএইচএম মুম্বাই

দক্ষিণাঞ্চল : ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর আইএইচএম কোভালাম-এ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে পিএইচডিসিসিআই-এর পর্যটন কমিটির সহ-সভাপতি শ্রী রাজন সেহগাল এনওয়াইসিসি-কে এক অভিনব উদ্যোগ বলে জানান। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ শিল্প, শিক্ষাজগৎ এবং যুব সমাজকে একত্রিত করবে। আইএফসিএ-এর সভাপতি ডঃ শেফ মঞ্জিত গিল বলেন, এনওয়াইসিসি কেবলমাত্র একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন। ভারতের বৈচিত্র্যময় খাদ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের আহ্বান জানান তিনি।

১৩০টিরও বেশি হসপিটালিটি ইন্সটিটিউশনের পাশাপাশি একাধিক সংস্থাও এই উদ্যোগে সামিল হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা নগদ পুরস্কারের পাশাপাশি ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

গৌরাঙ্গ সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ স্কুল ছাত্রীর, প্রাণে বাঁচল ট্রাফিক ও পুলিশের সহযোগিতায়

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া

নদিয়া জেলার রাজ্য সড়কের উপরে অবস্থিত নবদ্বীপ শহর সহ বর্ধমান জেলার সংযোগ স্থল গৌরাঙ্গ সেতু। এই সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক স্কুল ছাত্রী।সেই সময় সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক ও পুলিশের তৎপরতায় প্রানে বাচঁলো ওই স্কুল ছাত্রী। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল আনুমানিক পৌনে এগারোটা নাগাদ নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে গৌরাঙ্গ সেতুতে। সুত্রের খবর এদিন সকালে টহলরত ট্রাফিক পুলিশের নজরে আসতেই ব্রীজের নিচে গঙ্গায় মাছ ধরতে থাকা নৌকার মাঝিদের স্কুল ছাত্রীকে বাঁচানোর কথা বলে। তৎক্ষণাৎ তারা ওই ছাত্রীকে গঙ্গার জল থেকে উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়। সঙ্গে সঙ্গে মাঝিদের প্রচেষ্ঠায় উদ্ধার করা হয় স্কুল পড়ুয়াকে। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বাড়িতে রাখা হয়। স্কুল পড়ুয়া মোবাইল থেকে তার পরিবারের খোঁজ নিয়ে খবর পাঠানো হয় পরিবারের কাছে। পরিবারের লোকজন এলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং ছাত্রীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে ঐ স্কুল পড়ুয়া সুস্থ আছে। ঐ স্কুল পড়ুয়ার বাড়ি পূর্ববর্ধমানের নাদনঘাট থানার চকবামন গড়িয়া এলাকায়।

শেখ মুজিবের কবর ভাঙতে গিয়ে জনতার তাড়া খেয়ে পালাল ইউনূসের পোষ্য পুত্ররা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গোপালগঞ্জ: বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কবর ভাঙতে গিয়ে বুধবার (১৬ জুলাই) আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও স্থানীয়দের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পড়ল মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের পোষ্যপুত্ররা। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আশ্রয় নেন পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের চর নাহিদ ইসলাম-আখতার হোসেন-হাসনাত আবদুল্লা ও সারজিস আলমরা।আওয়ামী লীগ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির মধ্যে সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মস্থান গোপালগঞ্জ। দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ থামাতে গুলি চালায় পুলিশ। ওই গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন তিন জন। তাঁদের মধ্যে দুই জনের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন গোপালগঞ্জ শহরের উদয়ন রোডের বাসিন্দা সন্তোষ সাহার ছেলে দীপ্ত সাহা (২৫) ও কোটালীপাড়ার রমজান কাজী (১৮)। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ৯ জন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত গোটা গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবিকে নামানো হয়েছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১১ মাসের মাথায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের এমন প্রতিরোধে হতচকিত হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক মহল।পরে সেনাবাহিনীর বিশেষ পাহারায় গোপালগঞ্জ ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যান। পোষ্যপুত্রদের এমন অপমানে চটেছেন তালিবান নেতা মোল্লা ওমরের উত্তরসূরি মোল্লা ইউনূস। এনসিপি নেতাদের

অপমানের যোগ্য বদলা নেওয়া হবে হুঙ্কার ছেড়েছেন তিনি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর কবর গুঁড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট জাতীয় নাগরিক পার্টি। দলটির অন্যতম শীর্ষ নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারি গত কয়েকদিন ধরেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন, ৩২ নম্বর ধানমন্ডির মতোই গুড়িয়ে দেওয়া হবে বঙ্গবন্ধুর কবর। পাকিস্তান ভাঙার মূল নায়কের কোনও চিহ্ন রাখা হবে না বদলের বাংলাদেশে। পাল্টা হুঙ্কার ছেড়েছিলেন গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা। বঙ্গবন্ধুর কবরের একটি ইটে হাত দিলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর কবর গুঁড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি যাতে নির্বিঘ্নে পালিত হয় তার জন্য সক্রিয় হয়েছিল পুলিশ ও প্রশাসন। এনসিপির কর্মসূচিতে সহায়তা করতে বুলডোজার-সহ কবর ভাঙার যাবতীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে রেখেছিল। এদিন সকালে পুলিশ ও প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর কবর সংলগ্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করতেই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে দফায়-দফায় সংঘর্ষ বাঁধে তাদের। এর পরে গোপালগঞ্জ শহরের পৌর পার্ক ও লঞ্চঘাট এলাকায় পাকিস্তানপন্থী এনসিপি'র কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। ওই সংঘর্ষে কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। এনসিপির সভার জন্য জড়ো করা চেয়ার রাস্তায় এনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সাউন্ড গ্রেনেড, রবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। তবুও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার হোতা আবদুল হাসনাত, সারজিস আলম ও নাহিদ ইসলাম সমাবেশস্থলে পৌঁছনো মাত্র ফের শুরু হয় ঝামেলা। আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের রণংদেহী মূর্তি দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে আইএসআইয়ের চররা। নাহিদদের তাড়া করে কয়েক হাজার আওয়ামি লীগ নেতা-কর্মী ও স্থানীয় মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আশ্রয় নেন এনসিপি নেতারা। পরে সেনাবাহিনীর পাহারায় ঢাকা ফেরেন।

(৩ পাতার পর)

এসএমপি, কলকাতা এবং পিএস গ্রুপ একসাথে নিমতলা বিসর্জ ঘাটের পুনর্নির্মাণে হাত মেলাল

ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। নিমতলা ঘাট কলকাতাবাসীর কাছে আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে বহু ধর্মীয় আচার পালিত হয়। এর পুনরুদ্ধার শুধুমাত্র নদীতীরের সৌন্দর্যই নয়, নাগরিক গর্বও বাড়াবে। আমরা এমন সামাজিকভাবে সচেতন সহযোগী পেয়ে আনন্দিত।"

পিএস গ্রুপ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালক শ্রী সৌরভ দুগড় বলেন, "আমাদের শহরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমরা মৌ স্বাক্ষরে এসেছি। নিমতলা ঘাট একটি পবিত্র স্থান এবং সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এর উন্নয়ন আমাদের দায়িত্ব।"

চুক্তি অনুসারে, প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য এসএমপি, কলকাতা বিদ্যুৎ, জল এবং নিরাপত্তার মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা বিনামূল্যে প্রদান করবে। কাজ শেষ হওয়ার পর, ঘাটটি এসএমপি, কলকাতা-র কাছে দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হবে। এছাড়াও, বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল আইনি অনুমোদন ও নিকাশ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে। এই যৌথ উদ্যোগ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের একটি সফল দৃষ্টান্ত, এবং শহরের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারের স্থান পুনর্গঠনের এক অনন্য নজির। এটি এসএমপি, কলকাতা-র সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামো নির্মাণের প্রতি দূরদর্শী নিষ্ঠার প্রতিফলন। এর ফলে এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি, জনসংযোগ ও পর্যটনেও বিকাশ ঘটবে।

সিনেমার খবর

হৃতিক-এনটিআরের ‘ওয়ার টু’ এক ঝটকায় গড়ল বিশ্বরেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হৃতিক রোশনের ব্লকবাস্টার ‘ওয়ার’–এর ছয় বছর পর আসছে তার বহু প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েল ‘ওয়ার টু’। এবার হৃতিকের সঙ্গে রয়েছেন দক্ষিণের সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআর। আর মুক্তির আগেই ছবিটি গড়েছে এক নতুন বিশ্বরেকর্ড—ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিসরে মুক্তি পাওয়ার নজির!

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘ওয়ার টু’। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৭,৫০০টিরও বেশি স্ক্রিনে মুক্তি পেতে যাচ্ছে, যা এর আগে কোনো ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এর মাধ্যমে ছবিটি মুক্তির আগেই জায়গা করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

২০০ কোটি টাকা বাজেটের এই হাই-অকটেন অ্যাকশন থ্রিলার প্রযোজনা করছে যশরাজ ফিল্মস। অয়ন মুখার্জির পরিচালনায় নির্মিত ‘ওয়ার টু’ নিয়ে দর্শকমহলে তৈরি হয়েছে তুমুল উত্তেজনা।

২০২৫ সালেও হৃতিক রোশন কম কাজ করলেও তার প্রতিটি প্রজেক্ট নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ থাকে আকাশচুম্বী। অপরদিকে, ‘ওয়ার টু’-এর মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হচ্ছে দক্ষিণের সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআরের, যেটি সিনেমাটির প্রতি দর্শকের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এর আগে ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ওয়ার’ ভারতে আয় করেছিল প্রায় ৩০০ কোটি টাকা, আর আন্তর্জাতিকভাবে ১৭৫ কোটি টাকা—সর্বমোট ৪৭৫ কোটি। সেই ছবির উত্তরসূরি হিসেবে ‘ওয়ার টু’ যে আরও বড় কিছু নিয়ে আসছে, তা এখনই স্পষ্ট।

এই রেকর্ড এবং বিশাল স্কেল দেখে বোঝা যাচ্ছে, অগাস্টে মুক্তি পেতে যাওয়া এই সিনেমা হতে যাচ্ছে ২০২৫ সালের অন্যতম ব্লকবাস্টার হিট।

রাজামৌলির ছবিতে প্রিয়াঙ্কা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সম্প্রতি জানিয়েছেন, তিনি হিন্দি সিনেমা ও মাতৃভূমি ভারতকে গভীরভাবে মিস করছেন। ২০২৫ সালেই আবার একটি ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন বলেও জানান এই গ্লোবাল আইকন।

ইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘আমি হিন্দি সিনেমা মিস করি এবং ভারতকেও খুব মিস করি। এ বছর আমি ভারতে কাজ করছি, এটা নিয়ে আমি দারুণ রোমাঞ্চিত। ভারতীয় দর্শকদের কাছ থেকে সবসময়ই অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আশা করি, সেই ভালোবাসা আগামীতেও থাকবে।’

গত মার্চে হোলির দিনে দক্ষিণী পরিচালক এস এস রাজামৌলির আসন্ন সিনেমা এসএসএমবি২৯-এর সেটে প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যায়। ইনস্টাগ্রামে রঙিন মুহূর্ত শেয়ার করে তিনি লেখেন—‘এটা আমাদের জন্য একটি কাজের হোলি! সবাইকে শুভ হোলির শুভেচ্ছা।’

রাজামৌলি এ বিষয়ে বলেন, ‘আমরা সিনেমাটির স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছি এবং প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এখনো পুরো কাস্ট চূড়ান্ত হয়নি, শুধু প্রধান চরিত্রে তেলেগু অভিনেতা মহেশ বাবু নিশ্চিত। তিনি দারুণ সুদর্শন। মুক্তির সময় তাঁকে জাপানে নিয়ে আসব।’

এ ছবির খলনায়ক হিসেবে থাকতে পারেন মালায়লাম অভিনেতা পৃথ্বীরাজ সুকুমারণ। তবে সিনেমাটি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

এদিকে, প্রিয়াঙ্কা বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন তার আন্তর্জাতিক সিনেমা ‘হেডস অব স্টেট’-এর প্রচারণায়। পরিচালক ইলিয়া নাইশুলার নির্মিত ছবিটি সম্প্রতি ২ জুলাই প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেয়েছে। এতে তাঁর সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন জন সিনা, ইদ্রিস এলবা, প্যাডি কনসিডাইন, স্টিফেন রুট, কার্লা গুগিনো, জ্যাক কোয়েড, সারা নাইলস প্রমুখ।

জন্মদিনে ঝড় তুললেন রণবীর, ধুরন্ধর’-এ ফিরলেন ভয়ংকর রূপে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজের ৪০তম জন্মদিনে অনুরাগীদের জন্য বড়সড় উপহার দিলেন বলিউড সুপারস্টার রণবীর সিং। প্রকাশ করলেন তার নতুন সিনেমা ‘ধুরন্ধর’-এর ফার্স্ট লুক টিজার।

রোববার (৬ জুলাই) দুপুরে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ফার্স্ট লুকের একটি ভিডিও শেয়ার করেন রণবীর। ক্যাপশনে লেখেন, ‘একটা নরক উঠবে! দ্য আননোন ম্যান’-এর আসল গল্প সামনে আসবে।’

ভিডিওর শুরুতেই দেখা যায় একটি আলো-আধারি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি, পেছনে ভেসে আসছে তাঁর কণ্ঠস্বর। মুহূর্তেই ভয়ংকর রূপে হাজির হন তিনি—রক্তাক্ত মুখ, লম্বা চুল, গালজোড়া লম্বা দাড়ি আর সিগারেট হাতে।

টিজারে দারুণ অ্যাকশন দৃশ্য ও চরিত্রের গা ছমছমে অভিব্যক্তি দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়েছে। এ ছবিতে রণবীরের সঙ্গে আরও আছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন ও অর্জুন রামপাল।

ভক্তদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন, “অবশেষে কামব্যাক!”, “এটা আগুন!”—ফার্স্ট লুক ঘিরে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

পরিচালনায় আছেন আদিত্য ধর, যিনি এর আগে ‘উরি’–এর মতো সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন। ‘ধুরন্ধর’ মুক্তি পাবে ৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এ।

ক্লাব বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে যারা এগিয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে শুরু হওয়া ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এখন প্রায় শেষপ্রান্তে। ৩২ দলের এই প্রতিযোগিতায় টিকে আছে মাত্র চার দল। আর সপ্তাহখানেক পরই জানা যাবে কার হাতে উঠছে ২০২৫ সালের শিরোপা।

শিরোপা লড়াইয়ের পাশাপাশি জমে উঠেছে সেরা গোলদাতার প্রতিযোগিতাও। গ্রুপ পর্ব, রাউন্ড অব সিক্সটিন ও কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে চারজন ফুটবলার সমান ৪টি করে গোল নিয়ে আছেন গোল্ডেন বুটের দৌড়ে শীর্ষে।রিয়াল মাদ্রিদের গঞ্জালো গার্সিয়া, বেনফিকার আনহেল ডি মারিয়া, আল

হিলালের মার্কোস লিওনার্দো ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের সেরহোউ গিরাসি।

তবে এই তালিকায় গার্সিয়াই এখন সবচেয়ে এগিয়ে। কারণ, অন্য তিনজনের দল ইতোমধ্যেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়েছে। ফলে সেমিফাইনাল ও সম্ভাব্য ফাইনালে আরও গোল করে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন এই রিয়াল ফরোয়ার্ড।

গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে টিকে রয়েছেন চেলসির পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড পেদ্রো নেতোও, তিনি এখন পর্যন্ত করেছেন ৩টি গোল। তার সামনে আরও দুটি ম্যাচ; সেমিফাইনালে ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে এবং জয় পেলে ফাইনাল। গোল সংখ্যা বাড়িয়ে গার্সিয়াকে টপকে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তার।

এদিকে ২টি গোল করা পিএসজি ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমির কাছেও এখনো সম্ভাবনা উন্মুক্ত। সেমিফাইনালে তার দল মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদের। ফাইনালে উঠলে আরও একটি ম্যাচে গোল করার সুযোগ পাবেন তিনি।

সব মিলিয়ে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে এখন তিন তারকা গার্সিয়া, নেতো ও হাকিমির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে।

অধিনায়ক হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়লেন ডু প্লেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে নিয়মিত পারফর্ম করে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি। এবার নতুন এক মাইলফলক ছুঁয়ে গড়লেন ইতিহাস, অধিনায়ক হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এখন তার দখলে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) টেক্সাস সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন ডু প্লেসি। সিয়াটেল ওরকাসের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ৫২ বলে ৯১ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। তার দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ১৮৮ রানের বড় সংগ্রহ পায় দলটি, ম্যাচটি জেতে ৫১ রানের ব্যবধানে।

এই ইনিংসের মধ্য দিয়েই অধিনায়ক হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করার কীর্তি গড়েছেন ফাফ ডু প্লেসি। এতদিন এই রেকর্ড ছিল ভারতের বিরাট কোহলির দখলে। তার অধিনায়ক হিসেবে রান ছিল ৬,৫৬৪। সেই সংখ্যাকে ছাড়িয়ে ডু প্লেসির রান এখন ৬,৫৭৫।

অধিনায়ক হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে রান তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছেন কোহলি। তৃতীয় স্থানে আছেন ইংল্যান্ডের জেমস ভিন্স (৬,৩৫৮ রান), চতুর্থ মহেন্দ্র সিং ধোনি (৬,২৮৩) এবং পঞ্চম স্থানে আছেন রোহিত শর্মা (৬,০৬৪ রান)। যদিও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সব মিলিয়ে এখনও সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বিরাট কোহলি। তার মোট রান ১৩,৫৪৩। ডু প্লেসি ১১,৪২২ রান নিয়ে রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন ইভান রাকিতিচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ দুই দশকের বর্ণাঢ্য ফুটবল ক্যারিয়ারের পর সব ধরনের পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানালেন ক্রোয়াট মিডফিল্ডার ইভান রাকিতিচ। ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য সাফল্যের সাক্ষী হয়ে এবার তিনি তুলে রাখলেন বুটজোড়া।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় অবসরের ঘোষণা দেন বার্সেলোনার সাবেক এই তারকা। বার্তায় ফুটবলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাকিতিচ লেখেন,'ফুটবল, তুমি আমাকে আমার কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি দিয়েছ। তুমি আমাকে জয়, পরাজয়, শিক্ষা এবং অসংখ্য জীবনের বন্ধু উপহার দিয়েছ। এমন একটি পথ তুমি আমাকে দিয়েছ, যার প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে গল্প। তুমি আমাকে দিয়েছ একটি সুন্দর পরিবার ও স্মরণীয় সব মুহূর্ত, যা আমি সারাজীবন হৃদয়ে লালন করব।'

তিনি আরও জানান, এখন সময় এসেছে ভিন্নভাবে ফুটবলকে ভালোবাসার। অফিসে বসে কিংবা বাড়ি থেকে, তবে একই ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে।

সুইজারল্যান্ডে এক ক্রোয়াট পরিবারে জন্ম নেওয়া রাকিতিচ মাত্র চার বছর বয়সে ফুটবলে যাত্রা শুরু করেন। এফসি বাসেলের যুব দলে উঠে এসে পরে খেলেছেন ক্লাবটির সিনিয়র দলে। এরপর ২০০৭ সালে পাড়ি জমান জার্মান ক্লাব শালকেতে।

তবে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় কেটেছে স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়া ও বার্সেলোনায়। বার্সেলোনার জার্সিতে তিনি ছয় মৌসুমে জিতেছেন চারটি লা লিগা, চারটি কোপা দেল রে এবং একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ মোট ১৩টি ট্রফি।

জাতীয় দলের হয়ে রাকিতিচ খেলেছেন ১০৬টি ম্যাচ। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন ফাইনাল খেলানো ক্রোয়েশিয়া দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। যদিও শিরোপার লড়াইয়ে তারা পরাজিত হয় ফ্রান্সের কাছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR